অদ্য ২৭ মে ২০০৮, এনটিভির নিয়মিত আয়োজন "আজকের সকাল" এ প্রাক বাজেট আলোচনায় অতিথি ফারুক আহম্মেদ , তার মতামত প্রদান করেন

খাদ্যে স্বয়ংসম্পুন্নতা অর্জনে কৃষি ভুমি ব্যবহার নীতিমালা তৈরী ও Agro processing plant স্থাপন করা উচিত।

খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি আজ সারা বিশ্বব্যাপী আলোচিত বিষয়। সারা বিশ্বে আজ খাদ্য শস্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং দাম বেড়ে যাচ্ছে। গত ৩০ বছরে বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে গেছে। দেশের চাহিদা মেটাতে ভারত থেকে খাদ্য আমদানী করতে গিয়ে যখন ভারত দাম বাড়িয়ে দিল এবং পরিমান কমিয়ে দিল তখনই সারা বিশ্ব তাদের নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ করতে শুরু করলো। Hybrid verities ব্যবহারের কারনে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন হয়। সরকারের পৃষ্টপোষকতা ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে আগামী ১৫-২০ বছরের মধ্যে এটা বৃদ্ধি করে ৭ লক্ষ টনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। যা আমাদের আভ্যন্তরীন চাহিদা মিঠিয়ে বিদেশে রপ্তানী করাও যাবে।

সরকার চাষাবাদের জন্য ব্যবহার্য্য আধুনিক প্রযুক্তি এখন মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে এটা দেশের খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটা ভাল লক্ষণ। শুধু ধান উৎপাদন নয় অন্যান্য খাদ্য শস্য উৎপাদন ও বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা করতে হবে সরকারকে। দেশে এবারে আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে। এর সঠিক সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজতকরনের মাধ্যমে মানুষের খাবারের উপযোগী করার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রাম অঞ্চলে খাদ্য মস্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। খাদ্যের অপচয় রোধ ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Agro processing plant তৈরী ও উৎপাদন ব্যবস্থা করতে হবে।

২০০০ সালে পর থেকে দেশে খাদ্য উৎপাদন আর বাড়ছে না এজন্য কৃষিবীজকে নবায়ন করার মধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। আমন একটি yield verities কেন্দ্রীক বীজ। ১৯৮০- ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে আমরা আমনের সুফল যা পাওয়ার পেয়ে গেছি। এ বীজের উৎপাদনশীলতা কমে গেছে। অতিমাত্রায় পানি, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে আমরা এ বীজের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে ফেলেছি। প্রয়োজনের তুলতায় আমরা ৩ গুন পানি ব্যবহার করেছি, সার, কিটনাশকসহ অন্যন্য উপকরণ বেশীমাত্রায় ব্যবহার করে একদিকে বীজের উপপাদনশীলতা নষ্ঠ করেছি অন্য দিকে উপৎপাদন খরচও বাড়িয়ে দিয়েছি। এতে কৃষকের খরচ বৃদ্ধি ও কৃষিজমির উর্বরতা হ্রাস করেছি। এজন্য আমাদেরকে বীজের ভ্যারাটি পরিবর্তন করতে হবে এবং কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে হবে। মাঠ পর্যায়ে কৃষি ব্যবস্থাপনা চালু করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করণ ও ইনপুটস বাড়াতে হবে। কৃষককেই বুঝতে হবে কোন জমিতে কোন ফসল হবে এবং কি পরিমান কৃষি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

বাজেটে কৃষকের জন্য প্রচুর সাবসিডি ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেটা কৃষক যাতে পায় সেটা সরকারকে যথাযত তদারকীর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকে জানতে হবে কোন কোন কৃষি পণ্যের উপর বিশেষ বিশেষ সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা কিভাবে তার কাছে পৌছাবে। কৃষতের তালিকা তৈরী করার সময় যাতে গোপনে উৎসুক গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের তৎপরতা এবং এর গুনগত মান আরো বাড়াতে হবে। ৭৫০টাকা সাবসিডির মধ্যে ৬০০ টাকা পাচ্ছে কৃষক বাকী টাকা কোথায় যাচ্ছে সেটা সরকারকে অতি গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে।

সরকারকে এখনই একটা ভুমি ব্যবহার নীতিমালা তৈরী করে আবাদযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত। এতে দেশের কোন জমি অনাবাদী ও চাষবীহিন পড়ে থাকবেনা ফলে খাদ্য শস্য উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশের কোথাও হাওড়, কোথাও উচু, কোথাও নীচি জমি রয়েছে। এগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে Collective result হবে দেশে উৎপাদনশীলতা ক্ষমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের জনগন জানে যে, এবারের বাজেট কৃষকের বাজেট, কৃষি নির্ভর বাজেট। দেশের খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে এবাজেট একটি দৃষ্টান্তমুলক ভুমিকা রাখতে পারে যদি সরকার যথাযত গুরুত্ব সহকারে এবাজেটের প্রয়োগ/ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

ডকুমেন্টেশনঃ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী।

Equity & Justice Working Group (EJWG)
mvPevjq: ewo 9/4, moK 2. k¨vgjx, XvKv-1207|
†dvb : 8125181, 8154673, d¨vK : 9129395,
B‡gBj : info@equitybd.org,
I‡qe mvBU : www.equitybd.org